Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 598 – 605
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সমসাময়িক কালের সমস্যার একটি রূপরেখা

বন্দনা দাস
স্যাক্ট- ১, সংস্কৃত বিভাগ
লালবাগ সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টেনারী কলেজ, মুর্শিদাবাদ
Email ID : bandanascbc@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Contemporary Problems, Drama, Modern Sanskrit Literature, Politics, Women, Workers, Unemployment.

Abstract
We all have problems in our lives, but we can't imagine life without them. If we look at the mirror of society, we can't help but notice contemporary problems. In modern Sanskrit literature (plays) and other provincial literature, we can see the problems of modern human life. Even though people have become more modern, there are still problems like caste, women's oppression, and discrimination. Human life has gone through a lot of changes, but it's also gone through a rapid decline. We don't feel the depth of emotion anymore, and spiritual relationships are more artificial. Selfishness, greed and lust are everywhere, and politics, power, and nepotism are making life unbearable. Plus, unemployment and labor have taken on an explosive form. That's why these topics have become so important to modern Sanskrit writers, and they write about human life's problematic stories.

Discussion
মানবজীবন সমস্যাবহুল। সমস্যাবিহীন মানবজীবন কল্পনাতীত। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, সমস্যা-সমাধানের মধ্য দিয়েই মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত। এই মানবজীবন ব্যাক্তিকেন্দ্রিক, ব্যাক্তি সমাজকেন্দ্রিক। স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয় তা সাধারণত সামাজিক সমস্যারূপে পরিগণিত। বিশ্বসৃষ্টির অনন্তর মানবসৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে মানুষকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা আমার ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। বলা হয় সাহিত্যে সমাজের রূপ প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলকে পরিদৃশ্যমান মানবজীবনের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সমস্যা-সমাধানের বাস্তব চিত্র। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য তার ব্যাতিক্রম নয়। বিশ-একুশ শতকে সামাজিক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে বেশ কিছু সংস্কৃত সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যে সমকালীন

সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দেখি ঋষিদের অর্থাৎ তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনের অন্ধকারময় দিক তুলে ধরেছিলেন তাই ঋষিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

"তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে ভীমরোষং প্রকম্পিতাঃ
ঋষীণাং নাঙ্গকরণং কুবত্তিগ্রহসংশ্রয়ম্।
উঁচুতে ভরতান্ সর্বান্ নির্দহন্তঃ ইবান্নয়ঃ।।"[১]

সংস্কৃতকাব্য মানেই কিন্তু রাজরাজাদের আড়ম্বরপূর্ণ কাহিনী নয়, সংস্কৃত কাব্য অনেক সময়েই কঠিন বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব রূপ চিত্রিত করা হয়েছে, অভিজাত শ্রেণীকে তাই বার বার কটাক্ষ করা হয়েছে। কালিদাসের তিনটি কালজয়ী নাটক, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' কোনোটিই এর ব্যতিক্রম নয়। রাজাদের চরিত্রের দুর্বল দিক এবং নারীর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে কিছুদিন বাদেই তাকে ভুলে যাওয়া, তার অমর্যাদা করা নিঃসঙ্কোচে। যাইহোক স্বাধীনতার বাতাবরণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কালোবাজারীর কালো টাকা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সাহিত্যের আঙিনায় নানা রূপে, এসেছে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে মানবজীবনের সমসাময়িক সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। এই শোধপত্রে আধুনিক সংস্কৃত নাটকে বর্ণিত সমসাময়িক সমস্যার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের অবসানে আধুনিক যুগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজার পরিবর্তে রাজনৈতিক দল হয়ে উঠেছে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটেছে কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের বিভেদ আরও প্রকট হয়েছে। শিক্ষা কেবল নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব। চাকরীর ক্ষেত্রে চলেছে স্বজনপোষণ। ব্যাবসার ক্ষেত্রে বেড়েছে কালোবাজারি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ আধুনিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু পণপ্রথার মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা থেকে মানুষ এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। কালো মেয়েদের দুর্দশা আজও সমাজে বিদ্যমান। অসবর্ণে বা ভিনজাতিতে বিবাহ দেখা দিলেও তাদের পড়তে হয়েছে সমাজের উঁচু স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের রোষানলে। বিদ্যার থেকে বিত্ত হয়েছে পূজনীয়। জননেতার থেকে অভিনেতা হয়েছে আদরণীয়। নির্বিচারে চলেছে ক্ষমতার অপব্যাবহার। সাম্প্রতিককালে উক্তবিষয়গুলিই হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক সাহিত্যিকদের উপজীব্য। স্বাভাবিকভাবে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে এর বিস্তর প্রভাব পড়েছে। এই শোধপত্রে কয়েকটি নির্বাচিত আধুনিক সংস্কৃত নাটকে প্রতিপাদিত সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও ব্যাক্তিগত সমস্যাগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হয়েছে। উন্নত হয়েছে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তার সাথে সাথেই হ্রাস পেয়েছে মানুষের আবেগ, দূরত্ব বেড়েছে, সম্পর্কে দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অভাব। আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষ আর একে অপরের দুঃখ-কষ্টে সহমর্মী হয়ে উঠতে পারছে না। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অভাব পরিদৃশ্যমান। যেমন সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'ননাবিতাড়নম্' নাটকেও অমানবিকতার নিদর্শন দেখা যায়। নাটকের কাহিনী অনুসারে অসুস্থ ননাদেবীর জ্ঞান না ফেরায় যাতে চিরদিনের মতো তার জ্ঞান না ফেরে, সেই ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হয় পূরবী ও উত্তরা।

"পূরবী– 'কিন্তু ননাদেবী তু অধুনাপি সংজ্ঞা ন লক্ষবর্তী। কিং বিষেয়ম্'?
উত্তরা- (স্বগতম) 'চিরমের লুপ্ত সংজ্ঞা যথা স্যাৎ সদেব বিধসাতে।"[২]

প্রসঙ্গতঃ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'মশকধানী'র কথা বলি। মশকধানী, ধনবাদী, ভোগবাদী সমাজের চিত্র। "It outlines a tragic story of human duplicity and injustice perpetrated by the wealthy and corrupt powerful against the helpless poor." ক্ষমতাহীন গরিবের ওপর বড়লোকের অত্যাচার। অপরাধী যদি কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার আত্মীয় হয় তবে তার সাতখুন মাফ। এই নাটকে চারজন অভিনেতা মশারির চারটি দণ্ডের অভিনয় করে। একটু উদ্ধৃত দেওয়া যাক -

"পুরুষ- স্বামিন্! মা অস্মৈ কুপ্যতু। অয়ং মুখ্যমন্ত্রিণঃ শ্যালস্য ভাগিনেয়স্য ভ্রাতৃব্যো বর্ততে।
অনুবাদ- প্রভু, এর ওপর দয়া করে রাগ করবেন না, এ হল মুখ্যমন্ত্রীর শালার ভাগ্নের ভাইপো।
শ্রেষ্ঠী- অত এবায়ং মম সেবকেষু নিযুক্তিং প্রাপ্তবান্।
অনুবাদ- আরে, তবেই না আমার ভৃত্যের কাজটা পেয়েছে।"[৩]

মশকধানী অর্থাৎ মশারি - বড়লোকের আরামের জায়গা। আর মশারির চারটি দন্ডের অভিনয় করে চারটি মানুষ অর্থাৎ নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধি। গরিবের উপর বড়লোকের নিপীড়নের এক বড় মাপের দলিল।

আবার রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর একাঙ্কী সংগ্রহ 'গনেশপূজনম্' সমসাময়িক সমস্যা মূলক একটি নাটক। দক্ষিণ ভারতের বীথী নাট্যের মতো আধুনিক 'নুক্কড় নাটক' (স্ট্রীট প্লে) এর সফল একাঙ্কী। এখানে গণেশ পূজার নাম করে নেতাদের চাঁদা আদায়ের জোরজুলুম, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, স্তুতির নামে অশ্লীল সিনেমা দেখানোর প্রতিনিধিত্ব করছে বুলাকী রাম দাস, আর নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে পাঁচ ছয় জন দর্শক। প্রেক্ষাপট ঘোটালাপুরের পাড়ার একটা সর্বজনীন গণেশ পূজার উৎসব। মঞ্চে একজন অভিনেতা গণেশ প্রতিমার ভূমিকায় অভিনয় করছে। এই নাটকে নান্দী, প্রস্তাবনা, পূর্বরঙ্গ, অঙ্গবিভাগ কিছুই নেই। এটি একটি অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসে পূর্ণ। গণেশ নিজেই আবির্ভূত হয়ে বুলাকী দাসকে ভর্ৎসনা করেছেন তার ব্যভিচারের জন্য এতে দর্শকেরা হেসে ওঠে। উদ্দেশ্য ঠাকুরের নামে ব্যভিচার, চাঁদা আদায় ঈশ্বর পছন্দ করেন না। রাজতন্ত্রের অবসানে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সুবিধাবাদী কিছু রাজনৈতিক নেতা কালে কালে গনতন্ত্রের অবমাননা করে এসেছেন। তাঁরা তাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে চলেছেন। তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বিশ ও একুশ শতকের বেশ কিছু নাটকে।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকটির মধ্য দিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, লোভ, চক্রান্ত সব তুলে ধরেছেন। দেখাতে চেয়েছেন এই ধরণের দুর্নীতি ওপরতলার মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে রয়েছে- এ সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বদেশের। সব ধর্মের মানুষেরই একই চরিত্র। তাই প্রতিটি চরিত্রের নামকরণেও অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বৃহস্পতি, ইন্দ্র অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা, অশোক অর্থাৎ প্রাচীন যুগের সম্রাট আর আকবর, মধ্যযুগ বা মোগল যুগের সম্রাট। কিভাবে সকলে চক্রান্ত করছে। ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতির একটি নগ্ন, বাস্তব চিত্র। কুচক্রী বৃহস্পতির মুখ দিয়ে বলালেন- "স্বার্থরক্ষায়ৈ স্বার্থসিদ্ধয়ে বা সংঘঃ, সংঘস্বার্থায় চ দেশঃ, দেশায় তবৎ কিং তন্নাহং জানে।"[৪] অর্থাৎ 'আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল, দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশ। দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি তা আমি জানি না'। নেতারা মুখে বলেন প্রথমে 'দেশ', তারপর 'দল', তারপর 'আমি'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্রম নেই। সর্বত্র আমি, আর আমি।

লেকখ সমস্যা যেমন তুলে ধরেছেন, সমাধানের পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বার বার বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। প্রয়োজন হলে যিনি নেতা, তাঁকে হতে হবে, 'বজ্রাদপি কঠিন', কঠিনতম অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হবে, শঠতাকে শঠতা দিয়েই দমন করতে হবে, নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসতে হবে।

আধুনিক কালের গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সুতীব্র ব্যঙ্গ (point blank satire) প্রকাশ পেয়েছে 'অথ কিম্' নাটকে। তথাকথিত বিষয়বস্তুর প্রাধান্য এখানে নেই। ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি চরিত্রগুলি এখানে এক একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। যারা যে কোনোভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে ব্যস্ত। এর জন্য তারা জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করে। ঘেরাও, ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার চেষ্টা করে। এদের কোনো কোনো দল আবার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন। তারা কেবলমাত্র বল প্রয়োগের দ্বারা নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করে। বর্তমান যুগের দুষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। দুষ্ট নেতাদের নির্বাচনকালীন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শুনে অধৈর্য মানুষের প্রতিক্রিয়া নাট্যকার এই নাটকে ব্যক্ত করেছেন। এবং নেতাদের চরিত্র পাঠক ও দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক যুগে যে বিষয় গুলি ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, সেগুলি হলো পণপ্রথা থেকে নারী নির্যাতন, বিধবা নারীদের যন্ত্রণা, এবং সংসার থেকে সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে অবমাননা প্রভৃতি। স্বাভাবিক ভাবে উক্তবিষয় গুলি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের কাছে প্রধান উপজীব্য এবং তাদের কলমে রচিত হয়েছে নারী জীবনের নানা মর্মস্পর্শী কাহিনী।

যেমন রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'সোমপ্রভম্' এই একাঙ্কী নাটকে নারীকে অবহেলার চিত্র স্পষ্ট। পাঁচ বছরের মেয়ে ছোট 'সোমপ্রভা'র স্বাক্ষ্যে শ্বশুর-শাশুড়ির অত্যাচারে জর্জরিত বিমলার প্রাণ কিভাবে রক্ষা পেল - তারই একটি অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে নাটকটির মাধ্যমে। বিমলার স্বামী অন্য শহরে চাকরি করে। বিমলা চাকরি করলেও শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচার অমানবিক, যেমন - শাশুড়ির শাসনের ভাষা হল- 'বিমলে। অয়ি রন্ডে! কুত্র মৃতাসি? কিয়তঃ কালাৎ শব্দাপয়ামি'।[৫] তাছাড়া, বিমলার সমস্ত মাসের মাইনা হস্তগত করলেও মেয়ে সোমপ্রভা হওয়ার জন্য বিমলা আরও শাস্তি পেতে থাকে। শেষে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে ষড়যন্ত্র করে। সোমপ্রভা তা দেখে পুলিশকে জানিয়ে মাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে হয়তো বিমলাদের জীবন রক্ষা পায় না তার প্রমাণ বহন করছে সংবাদপত্রে পঠিত বিভিন্ন সংবাদ- 'বিমলা' 'নীরজা', 'সুশীলা', 'বেলা'দের জীবনের করুণ বিয়োগান্ত পরিণতির সাক্ষ্য যারা বহন করছে। এই নাটকে নাট্যকার পুত্র কামনা, স্ত্রীর দুর্দশা, পণপ্রথা প্রভৃতি অনেক সমসাময়িক সমস্যার কথা দর্শকদের জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর নারী নির্যাতনের আর একখানি লঘু রূপক হল 'সুশীলা'। তার নাম অনুসারে নাটকের নামকরণ হয়েছে। এই নাটকে আছে সুশীলার দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বামী দেবশর্মা, তিনজন রাজা- মণিভদ্র, সরল সিংহ এবং কৃষ্ণপ্রতাপ সিংহ। এছাড়া এই নাটকে আরও পাঁচজন নারী চরিত্র আছে। সুশীলা এই নাটকে সামন্ত শোষণের প্রতীক। বর্তমানকালেও সুশীলার মতো অনেক নারী এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শোষিতা হচ্ছে। নাট্যকার সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অসহায় নারীর আর্তনাদ সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার হরিদত্ত শর্মা ছয় দৃশ্যযুক্ত 'বধূ দহনম্' নাটকে পণ প্রথার মতো এক সামাজিক অপপ্রথাকে তুলে ধরেছেন। বাবা গিরিনাথ এবং মা গৌরীর দুই মেয়ে প্রমীলা (বড়) ও নন্দিতা (ছোট)। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েও শান্তি নাই, তবু উচ্চ শিক্ষিতা নন্দিতাকে অসবর্ণ বিভাসের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নন। বার বার ছোট মেয়ে নন্দিতাকে পাত্র পক্ষের সামনে হাজির করালেও নন্দিতার পছন্দের বিভাস এর সঙ্গে মা বাবা বিয়ে দেবেন না। এদিকে লাখপতি শ্বশুর রমাপতির ছেলে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী ছেলের সাঙ্গে বিয়ে হলেও উপযুক্ত যৌতুক না পাওয়ায় শ্বশুর ও শাশুড়ির ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত প্রমীলার শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু। বধূহত্যার মামলায় লাখপতি রমাপতির বিরুদ্ধে কেউ গেল না। আর্তনাদ ছাড়া গিরিনাথের আর কোনো সম্বল নেই। তাই তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন-

"...প্রথমং কন্যাদানম্, পশ্চাৎ কন্যাদহনম্.....পূর্বং বধূগ্রহণম্ পশ্চাৎ বধূদহনম্।"[৬]

নাট্যকার হরিদত্ত শর্মার অপর নাট্যসংকলন হল 'আক্রন্দনম্', (আজ্ঞনেয় প্রকাশন এলাহাবাদ ১৯৯৯)। এতে আছে সমস্ত একাঙ্কী রেডিও রূপক। স্ত্রী শোষণের বিরুদ্ধে রচিত 'অবলা বলম্' একাঙ্কীতে ঘোষণা করা হয়েছে- 'বয়ং নার্যঃ রাষ্ট্রে জাগৃয়ম্'[৭] নারী জাতির নবজীবনের সংকেত করা হয়েছে। এই ভাবে হরিদত্ত শর্মা সংস্কৃতে মধুর গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা সমস্যার কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন নাটকের মাধ্যমে।

উত্তরপ্রদেশের অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্রের লেখা 'অভীষ্টমুপায়নম্' দু-দৃশ্যের একটি নাটিকা। যার মূল বিষয় পণপ্রথার মতো একটি অপপ্রথা যা সমাজে সর্বতোব্যাপী এবং বহু প্রচলিত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। নাট্যকার 'বিমল' চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের সচেতন, পণপ্রথা বিরোধী একটি প্রতিবাদী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন - যে তার অভিভাবকদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে গিয়ে পণ না নিয়ে বিবাহের সিদ্ধান্তে অটল অনড় থাকে এবং পরিবারের সকলের বিরাগভাজন হয়। যুবসমাজই একমাত্র পারে এই ধরণের অপপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সমাজের সুস্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনতে। বিমল সেই যুবসমাজের প্রতিনিধি, এই বার্তাকে তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য।

প্রাচীন ভারতের একটি কুপ্রথা অথবা একটি অপপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন নাট্যকার নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ। স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিশাস্ত্রের সব বিধান নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি। কৌলীন্য প্রথার মতো কুপ্রথা বিশ শতকেও সমাজের আনাচে- কানাচে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। আজ একুশ শতকে সেই অস্তিত্ব কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এলেও আজও একেবারে বিরল নয়। তাই বিগত দুইশতকের সচেতন সাহিত্যিকগণও নীরব দর্শক না হয়ে তাঁদের লেখনী ধারণ করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। সেই সচেতন প্রতিবাদী সাহিত্যিককুলের একজন হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের প্রাণপুরুষ পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ। তিনি তাঁর রচিত 'কৌলীন্যপরিরক্ষণম্' এর কয়েকটি দৃশ্যে সেই অপপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি চার অঙ্কের একটি নাটক।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বিধবাদের প্রতি মানুষের রূঢ় মানসিকতার চিত্রও স্পষ্ট। বিধবাদের যন্ত্রণা মূর্ত হয়েছে বাংলার শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের 'বিবাহ-বিড়ম্বনম্' নাটকে। এই নাটকটি পুরুষের বহুবিবাহ আর ভারতীয় বিধবাদের একটি অশ্রুসিক্ত দলিল। এসবই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীতে লেখা। এটি একটি আপাত হাসির গল্প হলেও নাট্যকার হাসির আড়ালে সমাজের একটি কদর্য দিক তুলে ধরেছেন। প্রতিটি পঙ্ক্তিতে satire, তীব্র বিদ্রূপ। রতিকান্তের পরিবারে যে বিধবা বোন রয়েছেন, দাসী বা ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁর স্থান একাসনে। 'একো ভৃত্যো বিধবা ভগিনী কাচন দাসী চ প্রতিপাল্যন্তে'।[৮] অগ্রজ রতিকান্ত তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন তিনি কেবল খান, আর ঘুমোন, অসহ্য তাঁর কর্কশস্বর, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। নিজের সহোদরাকে বলেন - 'বৈধব্য-দাব-দগ্ধমুখী শৃগালী'।[৯] রতিকান্ত আরও বলেন বিধবার মুখদর্শন অমঙ্গলের কারণ - 'বিধবা-মুখদর্শনং যাত্রাভঙ্গায় ভবতি'।[১০] বিধবা ভগিনী কিন্তু অগ্রজের যাত্রাপথে অশুভ বা অমঙ্গলের কারণ হতে চান না। তাই বলেন "অহং গৃহমধ্যে প্রবিশ্যৈব তিষ্ঠামি। ত্বং তাবদ্ গো-ব্রাহ্মণ-হুতাশন-দর্শন-পূর্বকং যাত্রা কুরু'।[১১] এই ভাবে শ্রীজীবের প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় বিশেষত প্রহসনগুলিতে Social message কখনও সোজাসুজিভাবে কখনও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে।

বিশ-একুশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে নারী নির্যাতনের কথা, বিধবাদের যন্ত্রণার কথা, কর্মরতা নারীর সমস্যা, স্বামীর অত্যাচার, সমাজের অত্যচার। কখনও পণ প্রথার বিরুদ্ধে, কখনও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে, কখনও অপহরণ ধর্ষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিকগণও। তাই রচিত হয়েছে - বরবিক্রয়ম্, ছলিতাধমর্ণম্, পরিণীতা, গুঞ্জা, যৌতুকম্।

জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ আধুনিক সমাজেও প্রকট। স্বাভাবিক ভাবে এই বিষয় গুলিও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। রাজধানী কলেজ দিল্লির হিন্দি বিভাগের প্রাধ্যাপক ডঃ রমাকান্ত শুক্লর একটি সামাজিক রেডিও নাটক 'পন্ডিত রাজীয়ম্'। অসবর্ণ অথবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাত্র পাত্রীর বিবাহের শেষ পরিণতি যে মৃত্যু তা এখানে দেখানো হয়েছে। এই নাটকের নায়ক হিন্দু ব্রাহ্মণ পন্ডিতরাজ জগন্নাথ দিল্লির মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পালিতা কন্যা লবঙ্গীকে বিবাহ করে। এতে সমাজের নেতৃবৃন্দ এই বিধর্মীর সঙ্গে বিবাহকে মনে নিতে পারেনি। ফলে শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, যার শেষ পরিণতি হয় লবঙ্গীর মৃত্যু। এই ভাবে কবি রমাকান্ত শুক্ল যেমন পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে ধ্বনি নাটক রচনা করেছেন, তেমনই বিধর্মী বিবাহকে কেন্দ্র করে রেডিও নাটকে সমাজকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

এলাহাবাদের হরিদত্ত শর্মা বিরচিত 'দ্বেষদংশনম্' সাতটি দৃশ্যের একটি নাটক। 'মন্দির মসজিদ' বিতর্ক-কে কেন্দ্র করে রচিত এই নাটকটি। নাটকের শেষে দেখা যায় দুটি নারী- সুশীলা এবং সাকিনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন-

> "বয়ং সর্বে অস্যা দুর্দশায়া উত্তরদায়িনঃ। ধিগস্মাকং ব্যবস্থাম্।... কষ্টং হা কষ্টম্। দানবীভূতো মানবো মানবস্য হননে সংলগ্নঃ। প্রথমং ভোঃ! মানব- মানবমধ্যে প্রবর্তমানং সোন্মাদং যুদ্ধমিদং বিরম্যেত। প্রথমং নরমেধো রোদ্ধব্যঃ। হা নরসংহারো রোদ্ধব্যঃ।"[১২]

হে ঈশ্বর, হে আল্লা, এই নরমেধ বন্ধ কর। অর্থাৎ ভারতবর্ষের Sociopolitical scenario সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই আধুনিক নাটকের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে যুবসমাজের অসংযম জীবন যাপনের চিত্রও অস্পষ্ট নয়। তাঁর পরিচয় মেলে ডঃ রাজেন্দ্র মিশ্রের 'নাট্যপঞ্চগব্যম্' এর একটি সামাজিক একাঙ্কী 'ফন্টসচরিতম্' এ। এখানে নাট্যকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, ফ্যাশনযুক্ত কৃত্রিম প্রেম লালসা যে যুব সমাজকে মাদকতার জন্য স্মৃতি বিস্মৃতি, সংস্কারহীনতা, সংযম অসংযমের অদ্ভুত দ্বন্দে ফেলেছে তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। ফলে নিজের মামার মেয়ের সঙ্গে কামসক্তিতে তাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। লম্পট ধরনের চরিত্রে তার মনে এসেছে-

> "যাবৎ করোমি পঠনেইভিরুচিং সুতীক্ষ্ণাং ধৈর্যং নিধায় কলয়ামি চ যাবদেঙ্গ বাতানাস্তিকপথেন তু তাবদের যাঞ্জী ছিনত্তি হৃদয়ং মম কাপি বালা।।"[১৩]

আবার 'পুরুষ-রমণীয়ম্' এই দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এই প্রহসনে নাট্যকার শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কাল্পনিক কাহিনীর মাধ্যমে ঈশ্বর ভক্তির মহিমা, সমাজজীবনে বেকারদের সমস্যা, শিক্ষিত মনে মূলবোধহীনতা, পাশ্চাত্য প্রভাবে নারী-পুরুষের বিবাহ বর্জিত সহবাসের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন- "বিনা বিবাহং দাম্পত্যং পরিহাসায় কল্পতে।"[১৪]

বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে যুবসমাজে যে সকল সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'বেকারত্ব'। এই বেকারত্বের অন্যতম কারণ হল সমাজের বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী ব্যাক্তিবর্গের অঙ্গুলী হেলনে চাকরিক্ষেত্রে স্বজনপোষণতা। আধুনিক যুগে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে কিন্তু সেই শিক্ষার সমানুপাতে চাকরিক্ষেত্রে পদের সৃষ্টি না হওয়ায় চাকরিক্ষেত্রে কঠিন প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই মুহূর্তে কিছু বিত্তবান, প্রভাবশালী ও রজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করে চাকরিক্ষেত্রে নিজের পরিচিত বা আত্মীয়গণকে সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে বর্তমান সমাজে বেকারত্ব একটা বিস্ফোরণের আকার ধারণ কে। এই বেকারত্ব ও স্বজনপোষণকে উপজীব্য করে ভারতবর্ষে বহু প্রাদেশিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর 'ভায়বা' গল্পে পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য গবেষণারত গবেষক গবেষিকাদের viva সম্পর্কিত গভীর সমস্যা পরিদৃশ্যমান। আবার রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর মশকধাণী নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর শালার ভাগ্নের ভাইপো হওয়ার কারণে চাকরী পাওয়ার বিষয়টি স্বজনপোষণের দৃষ্টান্তকেই তুলে ধরে।

'No Work, No Pay' নিয়মাবলীতে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্রও সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কলমে একটি জায়গা করে নিয়েছে। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা পাঁচ অঙ্কের এই প্রকরণে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীদের সমস্যা ও সমাধানের এক বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। এই প্রকরণে দুই শ্রমিক সংগঠনের বিরোধ, সর্বাধ্যক্ষ ও শ্রমিকদের কথাবার্তা, দুর্গাপুর ডিপোর শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার, শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবচিত্র, এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও পরিবহন দপ্তরের হস্তক্ষেপে সব সমস্যার সমাধান। প্রকরণে আমলাদের ভালো-মন্দ, শ্রমিকদের মদ্যপানের প্রবণতা, টেলিফোন পরিষেবার সমস্যা, সমবায় সংস্থার উদ্দেশ্য প্রভৃতির পরিচয় পাই। এই প্রকরণে নাট্যকার কর্তব্যভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সঠিক পথে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। নাট্যকার বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বেষ্টন ব্যায়োগ' রূপকে ষাটের দশকে 'ঘেরাও' এর মাধ্যমে প্রশাসক কর্তৃপক্ষকে কর্মচারীদের দাবী মানতে বাধ্য করার ফলে শ্রমজীবীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার কৌতুককর বা মজার পরিণাম বর্ণিত করেছেন। এটি একাঙ্ক এবং প্রহসনও বটে।

কালের দর্পণরূপ সাহিত্যে সমকালীন সমস্যাগুলির স্থান পাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বিশেষ ভূমিকা থাকে। সংস্কৃত সাহিত্য চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে কতটা সাবলীল কতটা সমর্থ তার পরিচয় আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য বহন করে চলেছে। কল্পকথায় আত্মতৃপ্তির পরিবর্তে বাস্তবিক সমাজের সমস্যার চিত্র পরিবেশনের মাধ্যমে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি নির্বাচিত নাটকে সমসাময়িক সমস্যার পাশাপাশি সমসাময়িক মানসিক প্রবৃত্তিগুলিও যেন জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

References :

১. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৩১

২. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৩৮

৩. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৩৮

৪. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৩২

৫. ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০১- ২০২০. পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২২. পৃ. ২১৪

৬. ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০১- ২০২০. পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২২. পৃ. ২০৫

৭. ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০১- ২০২০. পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২২. পৃ. ২০৫

৮. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৪৭

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব

১২. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০- ২০১০). কলিকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২. পৃ. ১৫৯

১৩. ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০১- ২০২০. পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২২. পৃ. ২১১

১৪. ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৮০১- ২০২০. পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০২২. পৃ. ২৯৮

Bibliography :

রায়, ড. শিপ্রা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত. কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ অগাষ্ট ২০১৭।

ভট্টাচার্য, তারাপদ. কথা দ্বাদশ. কলিকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

Acharya, S.B. Raghunath. Modern Sanskrit Literature Tradition and Innovations. Delhi: Sahitya Akademi, Ist Edition 2002.

Tripathi, Radhavallabh. A Bibliography of Modern Sanskrit Writings. Janakpuri: Rashtriya Sanskrit Sansthan, Edition 2012.

Yadav, Dr. Rajmangal. A Collection of Modern Sanskrit Literature. Delhi: J.P. Publications, Edition 2023.

Sharma, Manjulata. Revolution of Modern Sanskrit Poetry. Janakpuri: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2011.

Kumari, Dr Matryi. Adhunik Sanskrit Sahitya. Dilhi: Grantha Bharti Prakashan, 2019.